যুগান্তর

FEB 15 2002

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শাবিতে ছাত্রদলের ভাংচুর : ভবনে ভবনে তালা : ভিসি অবরুদ্ধ

সিলেট ব্যুরো

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভিসি ও শিক্ষকদের গতকাল প্রায় ১ ঘণ্টা আটকে রাখে ছাত্রদল। তারা বিভিন্ন ভবনে তালা দেয়া ছাড়াও লাইব্রেরি ভবন ভাংচুর করে। মহান একুশে ফেব্রুয়ারি পালনের জন্য ছাত্রদল ৭৫ হাজার টাকা দাবি করলে কর্তৃপক্ষ অপরাগতা প্রকাশ করায় তারা ক্যাম্পাসে এ অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটায়।

ছাত্রদল কর্মীরা শাবি ভিসি'র কার্যালয়ের বাইরে তালা লাগিয়ে দিলে ভেতরে ছাত্র-শিক্ষকরা আটকা পড়েন —যুগান্তর

অবশেষে চাপের মুখে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৪০ হাজার টাকার চেক দিতে বাধ্য হন। পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসে। শাবি শিক্ষক সমিতি গতকালের ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করে দোষীদের শাস্তি দাবি করেছেন।

একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে অনুষ্ঠান করার জন্য ছাত্রদলের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ শিক্ষক সমিতির

শাবি : পৃষ্ঠা : ১৯ কলাম : ৪

শাবি'র নয়া ভিসি ড. শফিকুর রহমান

সিলেট ব্যুরো

দীর্ঘ ১ মাস ১৮ দিন শূন্য থাকার পর সরকার

নিয়োগ : পৃষ্ঠা : ১৯ কলাম : ৩

নিয়োগ : ভিসি

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি পদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের অধ্যাপক ড. শফিকুর রহমান এবং ৫ বছর পর প্রো-ভিসি পদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোসলেহ উদ্দিন তারেককে নিয়োগ দিয়েছে। বুধবার শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এ দু'জনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে বলে বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়।

অধ্যাপক ড. শফিকুর রহমান হলেন শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্চম ভিসি। তিনি প্রফেসর সদর উদ্দিন আহমদ চৌধুরী, সৈয়দ মুহিব উদ্দিন, প্রফেসর হাবিবুর রহমান, ড. সালেহ উদ্দিনের উত্তরসূরি হলেন। প্রথম তিনজন ভিসি পূর্ণ মেয়াদে থাকলেও ড. সালেহ উদ্দিন ছয় মাস দায়িত্ব পালন করার পর আকস্মিক পদত্যাগ করেন। বর্তমান সরকারের স্থানীয় পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের হস্তক্ষেপ ও একদল শিক্ষকের উগ্র আচরণের কারণে তিনি পদত্যাগ করেন বলে জানা গেছে। ড. সালেহ উদ্দিনের পদত্যাগের পর জোট সরকারের সিদ্ধান্তহীনতা ও দীর্ঘসূত্রতার কারণে ভিসি নিয়োগে বিলম্ব হয়।

অন্যদিকে ড. মোসলেহ উদ্দিন তারেক হবেন শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় প্রো-ভিসি।

শাবি : অবরুদ্ধ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সভাপতি ড. মিরাজ উদ্দিন মণ্ডলকে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি করে দেয়। কমিটি একুশে ফেব্রুয়ারির জন্য শাকসুকে ১০ হাজার টাকা দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ ৭৫ হাজার টাকা দাবি করে এবং প্রক্টর নাজমুল আহসান ও ড. মিরাজ উদ্দিন মণ্ডলকে ৭৫ হাজার টাকা বরাদ্দের জন্য বলে। মিরাজ উদ্দিন মণ্ডল ও প্রক্টর নাজমুল আহসান বিষয়টির জন্য ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য প্রফেসর আবদুল আজিজের শরণাপন্ন হন। উপাচার্য ৭৫ হাজার টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে ছাত্রদল নেতৃবৃন্দ উত্তেজিত হয়ে ভিসি ভবনে তালা লাগিয়ে দেয়। এ সময়ে ভিসি ভবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্লানিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট কমিটির মিটিং চলার কারণে সিনিয়র শিক্ষকসহ বিভিন্ন সেকশনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। প্রফেসর ড. জাফর ইকবাল, ড. গৌরাঙ্গ দেব রায়, ড. জয়নাল আবেদীন, ড. শাহিন আক্তার, সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন সে সময়ে ভিসি ভবনে তালাবদ্ধ হন। এরপর ছাত্রদলের কর্মীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভবনে তালা লাগিয়ে দেয়। তারা প্রক্টর নাজমুল আহসানকে খুঁজতে থাকে। এরপর প্রক্টরের অফিসে তালা লাগায় এবং লাইব্রেরি বিল্ডিংয়ের কয়েকটি জানালা ভেঙে ফেলে। ছাত্রদলের কর্মীদের কর্মকাণ্ডের কারণে প্রক্টর নাজমুল আহসান শিক্ষক সমিতির সভাপতি ড. মিরাজ উদ্দিন মণ্ডলের কক্ষে অবস্থান নেন। সেখানে ছাত্রদলের কর্মীরা উপস্থিত হয়ে দরজা লাগিয়ে দেয় এবং অকথ্য ভাষায় তাকে উদ্দেশ্য করে গালিগালাজ করে। ছাত্রদলের কর্মীরা তাদেরকে ঘণ্টাখানেক জিম্মি করে রাখে। পুলিশ ক্যাম্পাসে পৌছে সব ভবনের তালা ভেঙে ভারপ্রাপ্ত ভিসিসহ অবরুদ্ধদের উদ্ধার করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভবনে তালা লাগানোর ফলে ছাত্রছাত্রী, কর্মচারীসহ শিক্ষকরা আটক হয়ে পড়ে। এ সময়ে বিভিন্ন বিভাগে মৌখিক পরীক্ষা চলার কারণে ছাত্রছাত্রীরা ১২টা থেকে ১টা পর্যন্ত কোন মৌখিক পরীক্ষা দিতে পারেনি। কর্তৃপক্ষ পুলিশকে ঘটনা জানানোর পর ১০টার দিকে পুলিশ ক্যাম্পাসে এসে বিভিন্ন ভবনের তালা খুলে দেয়। অবরুদ্ধ শিক্ষক, কর্মকর্তা ও ছাত্র-ছাত্রীরা এ সময় বেরিয়ে আসেন।

চাপের মুখে কর্তৃপক্ষ একুশে ফেব্রুয়ারির জন্য ছাত্রদলকে শাকসু'র নামে ৪০ হাজার টাকা বরাদ্দ করে। ছাত্রদলের কর্মীরা টাকা বরাদ্দের পর ক্যাম্পাসে উল্লাস প্রকাশ করে। ক্যাম্পাসে ছাত্রদলের এসব কর্মকাণ্ডে অংশ নেয়া স্থগিত ঘোষিত শাবি শাখার ছাত্রদল সভাপতি কামরুল হাসান মিঠু, বহিষ্কৃত সাধারণ সম্পাদক জহিরুল ইসলাম রাতুল, বহিষ্কৃত সদস্য আদিব হাসান বসনিয়া, পিচ্চি হেলাল, পারভেজ, কামাল, ইয়াসির আরাফাত প্রমুখ।

উল্লেখ্য, এর আগে ৭ নভেম্বর ২০০১ জাতীয় সংহতি দিবসে ছাত্রদল শাকসুর নামে ৪০ হাজার টাকা বরাদ্দ নিয়েছিল বলে জানা গেছে।

গতকালের ঘটনা সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভিসি প্রফেসর আবদুল আজিজ বলেন, একুশে ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠানের জন্য কমিটি করে দেয়া হয়েছে। কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, টাকা বরাদ্দের উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। এ ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে তিনি বলেন, পরবর্তী সময়ে এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

দোষীদের শাস্তি দাবি করছে শিক্ষক সমিতি

এদিকে শাবি শিক্ষক সমিতির ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ড. মোঃ ইউনুস ও সাধারণ সম্পাদক ড. মোঃ কবির হোসেন সংবাদপত্রে দেয়া এক বিজ্ঞপ্তিতে বলেছেন, কতিপয় উচ্ছৃংখল ছাত্র শাবির বিভিন্ন একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবনে নজিরবিহীন অপ্রীতিকর ঘটনার সৃষ্টি করে। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন একাডেমিক ও প্রশাসনিক কর্মকাণ্ড মারাত্মক বিঘ্নিত হয়। শিক্ষক সমিতি এ ঘটনায় ক্ষোভ ও উদ্বেগ প্রকাশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার স্বার্থে দোষী ছাত্রদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জোর দাবি জানিয়েছে।